অর্থ ঋণ মোকদ্দমা নং-১০৮৮/২০২৩।

হাইকোর্ট ফরম নং-(জে)২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম।

জেলা-ঢাকা।

মোকামঃ জজ, অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

উপস্থিতঃ জনাব মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

রায় ঘোষনার তারিখঃ- ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৩ই আগষ্ট, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

অর্থ ঋণ মোকদ্দমা নং-১০৮৮/২০২৩।

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ----------বাদীপক্ষ।

গুবনামগু

স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন গং ----------বিবাদীপক্ষ।

১। জনাব মহিউদ্দিন মাশুক----------এডভোকেট, বাদীপক্ষে।

১। জনাব মাহাবুবুল হাসান----------এডভোকেট, ১-৭নং বিবাদীপক্ষে।

অতঃপর নথি অদ্য রায় প্রস্তুতের জন্য নেয়া হলে আদালত নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেনঃ-

ইহা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিগত ২২/০৩/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৬,৫৯,২১,২২৮.৪৭ (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ একুশ হাজার দুইশত আঠাশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) টাকা আদায়ের দাবীতে আনীত একটি মামলা।

বাদীপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্তসার এই যে, বাদী বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ একটি বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১নং বিবাদী স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (ঝডঋ) একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং বাদী ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা। ২নং বিবাদী উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ৩নং বিবাদী নির্বাহী পরিচালক এবং ৪-৯নং বিবাদীগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, জামিনদার/গ্যারান্টর এবং ঋণ পরিশোধের দায়ে দায়বদ্ধ।

১নং বিবাদীর পক্ষে ৩নং বিবাদী ০৯.১০.২০১৬ তারিখে এনজিও-গঋও খরহশধমব-এর আওতায় কৃষি খাতে সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ঋণ সুবিধার আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাদী ব্যাংক ১৫.০১.২০১৭ তারিখের প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীপত্র এবং

১৯.০১.২০১৭ তারিখের শাখা মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে ১০% বার্ষিক সুদে ৫.০০ কোটি টাকা মেয়াদী ঋণ ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩ বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করে। বিবাদীগণ মঞ্জুরীর শর্ত গ্রহণ করে প্রমিজরি নোট, লেটার অব ডিমান্ড, লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট, লেটার অব অথরিটি, কর্পোরেট ও পার্সোনাল গ্যারান্টিসহ প্রয়োজনীয় চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদন করেন। ০১.০২.২০১৭ তারিখে ঋণের সমুদয় সীমা উত্তোলন করে বিবাদীগণ তা ভোগ করেন।

পরবর্তীতে বিবাদীগণ নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণটি খেলাপি হয়ে পড়ে এবং ৩০.০৯.২০২০ তারিখে ব্যাংকের পাওনা দাঁড়ায় ৬,৫২,৮২,২৫৩.০০ টাকা। বিবাদীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি ও প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ২৮.১২.২০২০ তারিখে উক্ত ঋণ ৬ বছর মেয়াদে ৭২টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের জন্য পুনঃতফসিল করা হয় এবং ২৯.১২.২০২০ তারিখে ৬,৭০,৯৭,০৯৮.১৮ টাকা স্থিতিতে নতুন ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু পুনঃতফসিলের পরও বিবাদীগণ কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণটি পুনরায় শ্রেণীকৃত ও কলব্যাক হয়।

বাদী ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে তাগাদা, লিখিত নোটিশ ও ২৪.০৪.২০২২ তারিখে আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেও পাওনা আদায়ে ব্যর্থ হয়। লিয়েনকৃত দুইটি এফডিআর নগদায়ন করে মোট ১,৩১,৩০,২১০.৭৭ টাকা ঋণ হিসাবে সমন্বয় করার পরও ২২.০৩.২০২৩ তারিখে ব্যাংকের পাওনা দাঁড়ায় ৬,৫৯,২১,২২৮.৪৭ টাকা, যা সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচসহ বিবাদীগণের নিকট একক ও যৌথভাবে আদায়যোগ্য।

বিবাদীগণ দীর্ঘদিনেও উক্ত পাওনা পরিশোধ বা ঋণ হিসাব সমন্বয়ের কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বাদী ব্যাংকের সকল স্বাভাবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফলে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য বাদী ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর বিধান অনুসারে অত্র মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে ১-৭ নং বিবাদীপক্ষ যৌথ ভাবে লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ বলেন যে, বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে আইনত চলনসই নহে এবং মোকদ্দমাটি দায়েরের কোনো বৈধ কারণও সৃষ্টি হয় নাই। ১নং বিবাদী "সানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন" একটি নিবন্ধিত এনজিও প্রতিষ্ঠান, যাহা ১৯৯৭ সাল হইতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় উন্নয়নমূলক, সেবামূলক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র, কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (গজঅ) হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৬টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে কার্যক্রম সচল রাখিবার জন্য বাদী বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, মিরপুর শাখা হইতে ৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি) টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়, যাহা ০৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত ঋণের অর্থ সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা ও পঞ্চগড় জেলার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত হাওরাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে কিস্তি আদায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখায় গ্রাহকদের নিকট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অতঃপর ২০২০ সালের করোনা মহামারীর কারণে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকায় বিবাদী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে বিবাদী পুনঃতফসিলের আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিল করিয়া ৭২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করে।

বিবাদীপক্ষের দাবি, পুনঃতফসিলের শর্ত অনুযায়ী পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ প্রদান না করিয়াই বাদী ব্যাংক মনগড়া হিসাব ও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। ঋণ গ্রহণ ও পুনঃতফসিলের সময় স্বাক্ষরিত কিছু ফাঁকা কাগজপত্র ও চার্জ দলিলের অপব্যবহার করিয়া পরবর্তীতে বিভিন্ন দলিল সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়াও বিবাদীপক্ষ অভিযোগ করেন। অতএব, মোকদ্দমাটির কোনো বৈধ কারণ না থাকায় এবং পুনঃতফসিলের শর্ত ভঙ্গ করিয়া মামলা দায়ের করায়, উপযুক্ত খরচাসহ বাদীর মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।**মোকদ্দমাটির সুষ্ঠ বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে মোকদ্দমার আরজি ও লিখিত জবাব পর্যালোচনা করিয়া বিচার্য বিষয় সমূহ পূণর্গঠন করা হইল।**

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১। বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় কি না?

২। বাদীর দাবীকৃত টাকা বিবাদীগণের নিকট পাওনা আছে কিনা?

৩। বাদী প্রার্থিতমতে প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহঃ

অত্র মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য বাদীপক্ষ ১জন সাক্ষী তথা পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ আরকান উদ্দীনকে আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি আরজির সমর্থনে দাখিলী কাগজপত্রাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-১-৯ হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছেন।

অপরদিকে ১-৭নং বিবাদীপক্ষ যৌথভাবে লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ তাহাদের দাবীর সমর্থনে আদালতে উপস্থিত হইয়া ৫নং বিবাদী রঞ্জিত রুগার ডি,ডব্লিউ-১ হিসাবে লিখিত জবানবন্দি দাখিল করিলেও দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেন নাই।

অত্র মোকদ্দমার আরজি, জবাব, বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষে রেকর্ডকৃত জবানবন্দিসহ বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে বিচার্য বিষয় ভিত্তিক নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং-১ঃ

বিবাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না মর্মে লিখিত জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রমানের জন্য বিবাদীপক্ষ দালিলিক কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। অধিকন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীকেও এতদ্‌বিষয়ে জেরা করা হয় নাই। হলফনামাযুক্ত আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী প্রতিষ্ঠান যথাযথ আদালতে টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং সার্বিক দিক পর্যালোচনায় অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে আইনতঃ কোন বাঁধা আছে বলে প্রতিয়মান হয় না। উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বিচার্য বিষয় নং-১ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং-২-৩ ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয় নং-২ ও ৩ একত্রে আলোচনার জন্য গৃহিত হলো। পক্ষগণের আরজি, জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সমগ্র রেকর্ড সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী Artha Rin Adalat Ain, 2003 এর বিধান অনুযায়ী বিগত ২২/০৩/২০২৩ ইং তারিখ পর্যন্ত হিসাবভুক্ত সুদসহ মোট ৬,৫৯,২১,২২৮.৪৭/- টাকা বিবাদীর নিকট হইতে আদায়ের উদ্দেশ্যে বর্তমান মামলা দায়ের করিয়াছেন

এটি স্বীকৃত ও নির্দ্বিধায় প্রমাণিত যে, বাদী বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৪ সনের কোম্পানী আইন ও ১৯৯১ সনের ব্যাংক কোম্পানী আইন অনুযায়ী একটি যথাযথভাবে নিবন্ধিত ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক ধারায় প্রদত্ত ঋণ হতে উদ্ভূত আর্থিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এই মামলা দায়ের ও পরিচালনায় আইনগতভাবে সক্ষম। রেকর্ড হতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদী **স্যানক্রেড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন** উক্ত ঋণের মূল ঋণ গ্রহীতা, যিনি বাদী ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেন।

Section 6(4) of Artha Rin Adalat Ain, 2003 অনুযায়ী হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আরজি, বিপরীত পক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত, তাহা নিজেই একটি মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। বাদী তাহার দাবীর সমর্থনে একমাত্র সাক্ষী পি.ডব্লিউ.১ মোঃ আরকান উদ্দীন-কে উপস্থাপন করেন, যিনি তাহার জবানবন্দীতে আরজির বিষয়বস্তু সমর্থন করেন। তাহার সাক্ষ্য সঙ্গতিপূর্ণ, সুসংহত এবং বাদীপক্ষের দাবীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। জেরা চলাকালে তার সাক্ষ্যকে খণ্ডন বা দুর্বল করার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ঘাটিত হয়নি।

পি.ডব্লিউ.১ কর্তৃক দাখিলীয় ঋণ আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-২ সিরিজ), ২/০১/২০১৭ ইং তারিখের চার্জ ডকুমেন্ট (প্রদর্শনী-৩ সিরিজ), ২টি মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-৪ সিরিজ), অঙ্গিকারনামা (প্রদর্শনী-৫), Corporate Guarantee (প্রদর্শনী-৬), ৩টি তাগাদাপত্র (প্রদর্শনী-৭ সিরিজ), লিগ্যাল নোটিশ ও ডাক রশিদ (প্রদর্শনী-৮ সিরিজ) এবং হিসাব বিবরণী (প্রদর্শনী-৯) হিসেবে আদালতে চিহ্নিত হইয়াছে।

ঋণ মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-২/১) এবং প্রধান কার্যালয়ের এবং শাখা কার্যালয়ের ঋণ পুনঃতফসিললিকরণ মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-৪(৪/১) হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাদী প্রতিষ্ঠান ১ নং বিবাদীর অনুকূলে তাহাদের সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য কৃষি খাতে বার্ষিক ১০টি সুদ হারে ৫.০০ কোটি টাকার মেয়াদী ঋণ ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ০৩ বছর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুরী প্রদান করিয়াছিলেন। [প্রদর্শনী-৩ সিরিজ (১-৫)] চার্জ দলিলাদি দ্বারা ১ নং বিবাদীর অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর এবং বিবাদীর পক্ষ থেকে উক্ত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। প্রদর্শনী-৮ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত আইনগত নোটিশ হতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ গ্রহণের পর বিবাদী নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন এবং পরবর্তীতে স্থায়ী খেলাপীতে পরিণত হন। আরও প্রতীয়মান হয় যে, বাদী কর্তৃক বারংবার তাগিদ, দাবি ও নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও বিবাদীগণ ঋণ হিসাব নিয়মিত করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। উক্ত নোটিশ মামলা দায়েরের পূর্বে আইনগতভাবে প্রাপ্য দাবি উত্থাপনের বিষয়টিও প্রমাণ করে।

প্রদর্শনী-৯ হিসেবে দাখিলকৃত হিসাব বিবরণী, যা ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংরক্ষিত, তাতে দেখা যায় যে ২২/০৩/২০২৩ তারিখে মোট বকেয়া দাঁড়ায় ৬,৫৯,২১,২২৮.৪৭/- টাকা। এই ধরনের হিসাব বিবরণী স্বাভাবিকভাবে প্রামাণ্য বলে গণ্য হয়, বিশেষত যখন তাহা নিয়মিতভাবে সংরক্ষিত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে বিবাদীগণ কোনো বিকল্প হিসাব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা পরিশোধের প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, যা বাদীপক্ষের দাবী খণ্ডন করিতে সক্ষম।

অপরদিকে, বিবাদীগণ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং স্বীকার করেন যে তাহারা ৫,০০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাহাদের মূল ডিফেন্স হলো যে তাহারা উক্ত ৫,০০,০০,০০০/- টাকা সাইক্রো ক্রেডিট অথরিটির নির্দেশ মোতাবেক সুনামগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা এবং পঞ্চগড় জেলায় প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করেছেন বলে দাবি করেন। তবে এই দাবীর সমর্থনে তারা কোনো প্রামাণ্য দলিল, যেমন রসিদ, ব্যাংক জমা স্লিপ, হিসাব বিবরণী বা সমন্বয় প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেননি।

ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবি বা লিখিত বক্তব্য, যথাযথ প্রমাণ ব্যতীত, কোনো প্রমাণমূল্য বহন করে না। বিবাদীগণ তাহাদের দাবির সমর্থনে কোনো

নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। মামলার বিচারাধীন অবস্থায়ও তারা কোনো উল্লেখযোগ্য অর্থ পরিশোধ করেননি বা গ্রহণযোগ্য পরিশোধ প্রস্তাব প্রদান করেননি। শুধুমাত্র অস্বীকার বা ভিত্তিহীন অভিযোগ দ্বারা দলিলভিত্তিক দাবীকে খণ্ডন করা যায় না।

রেকর্ড পর্যালোচনায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীর ধারাবাহিক খেলাপীর কারণে ঋণ হিসাব যথাযথভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এবং বারংবার দাবি সত্ত্বেও অপরিশোধিত রয়েছে। ফলে বাদীপক্ষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে উক্ত দায় আইনগতভাবে পরিপক্ক হয়েছে এবং আদায়যোগ্য।

উপর্যুক্ত সকল বিষয়, আরজি, লিখিত জবাব, সাক্ষ্য-প্রমাণ, জেরা, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সম্যক মূল্যায়ন করে অত্র আদালত সন্তুষ্ট হয়েছে যে, বাদীপক্ষ নির্ভরযোগ্য ও সুসংহত প্রমাণের মাধ্যমে তাহাদের দাবি প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতএব, উত্থাপিত বিচার্য বিষয়সমূহ বাদীপক্ষের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হলো এবং বাদীপক্ষ বিবাদীর নিকট হতে ৬,৫৯,২১,২২৮.৪৭/- টাকা আদায়ের অধিকারী।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র মোকদ্দমাটি ১-৭ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদের বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে খরচাসহ বিগত ২২/০৩/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৬,৫৯,২১,২২৮.৪৭ (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ একুশ হাজার দুইশত আঠাশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মাত্র) টাকার ডিক্রী হলো।

বাদীপক্ষ বিগত ১১/০৪/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫০(২) ধারার বিধান মতে নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্র মতে মুনাফা সহ প্রাপ্ত হবে।

বিবাদীপক্ষকে রায় প্রচারের ৬০(ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকুলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালত যোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করে নিতে পারিবে।

মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে বিবাদীপক্ষ যদি কোন টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে তাহা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আমার কথিতমতে মুদ্রিত ও সংশোধিত।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।